চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৭.০৬.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

অমিক্রন এক্সবিবি প্রতিরোধে সিটি রেড ক্রিসেন্টের সচেতনতামূলক কার্যক্রম
করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলাই সবচেয়ে জরুরি: মেয়র

করোনা ভাইরাসের নতুন ও মারাত্মক ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন এক্সবিবি প্রতিরোধে চট্টগ্রামে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, চট্টগ্রাম সিটি ইউনিট। মঙ্গলবার সকালে এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগ্রাবাদ মোড় ও আশেপাশের এলাকায় দিনব্যাপী লিফলেট বিতরণ, সচেতনতামূলক মাইকিং, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও সিটি রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, "করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন এক্সবিবি পূর্বের চেয়ে বেশি সংক্রামক। এর মোকাবেলায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে আইসোলেশন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে; তবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এখন সবচেয়ে জরুরি।" তিনি রেড ক্রিসেন্টের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। সিটি রেড ক্রিসেন্টের যুব প্রধান আ. ন. ম. তামজীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি ইউনিটের কার্যকরী পর্ষদের সদস্য নিজাম উল আলম খান, জিয়াউল হক সোহেল, মো. মেহেদী হাসান রায়হান, ফারাহনাজ মাবুদ সিলভী, মো. এনামুল হক, যুব উপ-প্রধান (২) মোজাহিদুল ইসলাম রানা এবং দুর্যোগ ও মানবিক সাড়া প্রদান বিভাগের প্রধান রাকিবুল ইসলাম। এই কার্যক্রমে যুব রেড ক্রিসেন্টের শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পথচারী, দোকানদার ও সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেন। সভাপতি ও যুব প্রধান জানান, এ ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে পরিচালিত হবে। বিগত সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবকদের নিরলস ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল বলেও অনেকেই মন্তব্য করেন।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ১২তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন
মানুষের কল্যাণে হতে হবে মানবিক ডাক্তার: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (সিআইএমসি) এর এমবিবিএস ১২তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম মঙ্গলবার সকালে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. টিপু সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ডা. একেএম ফজুলল হক, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডা. এটিএম রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন সোসাইটি এন্ড হেলথ এর সেক্রেটারী ও কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন সবুজ। এনাটমি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ফেইজ-০১ কো অর্ডিনেটর ডা. তৌহিদা নাহিন এবং ফিজিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. জুয়াইরিয়া রেজওয়ানার সঞ্চালনায় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে আরো বক্তব্য রাখেন এনাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. হাবিব খান, ফিজিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. আসমা কবির সোমা, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সালাউদ্দিন শরীফ।প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন- শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, শুধু পেশাগত দক্ষতা একজন চিকিৎসককে পূর্ণতা দেয় না। একজন প্রকৃত ডাক্তার হতে হলে দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। তোমরা এখন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম ধাপে পা দিলে—এই পথ কঠিন, তবে মহৎ। এই পথের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকবে হাজারো মানুষের নির্ভরতা, বিশ্বাস ও আশা। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে হলে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে মানবিক মূল্যবোধ।"একজন রোগীর কাছে একজন চিকিৎসক শুধু একজন পেশাজীবী নন—তিনি ভরসার প্রতীক। যখন কেউ ব্যথায় কাতর, অসহায়, তখন একটুকু

সহানুভূতির কথা, একটি ভরসার হাত অনেক বড় ঔষধ হয়ে ওঠে। রোগীর প্রতি দয়াশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ একজন ডাক্তারের সবচেয়ে বড় গুণ। তাই আমি আশা করি, তোমরা এমন চিকিৎসক হবে যারা শুধু ওষুধ দেবে না, বরং মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা ও আস্থা স্থাপন করবে।"

মেয়র আরো বলেন, "তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব তোমাদের হাতেই। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তোমাদের শিখতে হবে শুধু পঠিত পাঠ নয়, শিখতে হবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সংকটে সঙ্গী হওয়া, ন্যায়ের পক্ষে থাকা। আমি চাই তোমরা এমন এক প্রজন্ম তৈরি করো, যারা চিকিৎসার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবে, এবং মানবিক মূল্যবোধের অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডা. ফজলুল হক বলেন- এ প্রতিষ্ঠান মেডিকেল শিক্ষা ও সেবায় এতদঞ্চলে গুনগত মান ও সমাজসেবার মাধ্যমে চরম উঃকর্ষতা সাধন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের যারা স্বপ্নদ্রষ্টা তারা কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান তৈরি করেনি। একটি উন্নত নৈতিকতা সমৃদ্ধ মানবিক চিকিৎসক তৈরির মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণ হাসিলই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। চট্টগ্রামের এ স্বনামধন্য মেডিকেল তোমাদের স্বাগতম। আশা করি দেশপ্রেম ও মানবিকতায় উজ্জীবিত হয়ে আগামীর বৈষম্যহীন বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতে তোমরাই নেতৃত্ব দিবে। তোমাদের ও তোমাদের অভিভাবকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রতিষ্ঠানকে তোমাদের ক্যারিয়ার গঠনের সহায়ক হিসেবে নির্বাচনের জন্য। ১২ তম ব্যাচে গরীব ও মেধা কোটাসহ ১৮ জন ছাত্র ও ৪২ জন ছাত্রী সর্বমোট ৬০টি আসনে ভর্তি নেয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ০২ জন ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ০২জন বক্তব্য রাখেন।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ৫০ শয্যার করোনা ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন মেয়র শাহাদাত

করোনা রোগীদের চিকিৎসায় চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ৫০ শয্যার ডেডিকেটেড করোনা ওয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। হাসপাতালের পুরাতন ভবনে এই ওয়ার্ডটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সেবা দিতে প্রস্তুত হবে বলে আশা করছে হাসপাতালটির কর্তৃপক্ষ।এর আগে মেয়র শাহাদাতের নেতৃত্বে এক সভার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালও করোনা রোগীদের সেবায় বিশেষায়িত ওয়ার্ড চালুসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মঙ্গলবার পরিদর্শনকালে মেয়র হাসপাতালটির কর্তৃপক্ষকে এই উদ্যোগ নেয়ায় ধন্যবাদ জানান এবং সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। এরপর মেয়র মেডিকেল কলেজের ২০২৪-২০২৫ (২০ তম ব্যাচ) শিক্ষাবর্ষের এম.বি.বি.এস কোর্সের অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. অসীম কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এস, এম, মোরশেদ হোসাইন, ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান আব্দুল। মান্নান রানা, ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রেজারার অধ্যক্ষ লায়ন ড. মোঃ সান্না উল্লাহ, ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার জনাব তারিকুল ইসলাম তানভীর, ইঞ্জিঃ মোঃ জাবেদ আবছার চৌধুরী এবং ডাঃ মোহাম্মদ সারোয়ার আলম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কলেজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. এ.এস.এম. মোস্তাক আহমেদ, হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোঃ নূরুল হক এবং পরিচালক (মেডিকেল এ্যাফেয়ার্স) ডা. এ.কে.এম. আশরাফুল করিম।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ফেইজ-১ এর কো-অর্ডিনেটর (ভারপ্রাপ্ত) এবং বায়েকেমিষ্ট্রি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. জেসমীন আবেদীন, ফেইজ-২ এর কো-অর্ডিনেটর এবং ফার্মাকোলজি ও থেরাপিউটিক্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. রোজিনা হক, ফেইজ-৩ এর কো-অর্ডিনেটর (নতুন কারিকুলাম) ও কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মোঃ জালাল উদ্দিন এবং ফেইজ-৪ এর কো-অর্ডিনেটর এবং নাক, কান ও গলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। অত্র মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ডা. অনুপম বড়ুয়া মেডিকেল কলেজের ইতিহাস, অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা, শিক্ষার্থীদের পেশাগত পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পরিচিতি এবং ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের এম.বি.বি.এস কোর্স কারিকুলাম-২০২১ এর উপর সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানে বক্তব্য তুলে ধরেন। গ্রাজুয়েটদের মধ্যে থেকে পারফরমেন্স বিবেচনা করে "বেস্ট ডাক্তার" হিসাবে নির্বাচিত ডাঃ অরুনিমা বড়ুয়াকে "এস এন্ড এফ করিম ট্রাস্ট" এর পক্ষ থেকে গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন যে, বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর মধ্যে এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটির কার্যক্রম শীর্ষে রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের আওয়তায় "চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ক্যান্সার হাসপাতাল এবং রিচার্স সেন্টার" রয়েছে, যা এক অনন্য উদ্যোগ।কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতার মাধ্যমে করোনার নতুন অ্যারিয়েন্টের সংক্রমণের হার কমানো এবং প্রতিরোধের উপরেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচতে সবার সচেতনতা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন। আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি মানবিক চিকিৎসক হওয়ার জন্য তিনি ভর্তিকৃত নতুন শিক্ষার্থীদেরকে পরামর্শ প্রদান করেন।বক্তারা বলেন যে, "চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল" সেবা খাতে বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পর্যায়ক্রমে তিলে তিলে গড়ে উঠা জনহিতকর এই প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসা শিক্ষা এবং দক্ষ নার্স তৈরীর ক্ষেত্রে এতদঞ্চলের মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। দেশে বিদেশে অত্র মেডিকেল কলেজের নাম ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। সফলতার ২০ বছর অতিক্রান্ত করছে-এই কলেজ। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যাঁরা নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়। বক্তারা আরও বলেন যে, মেডিকেল শিক্ষা একটি কঠিন বিষয়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে মেডিকেল শিক্ষার সময় অতিবাহিত করতে হয়। সাফল্যের স্বীকৃতিতে অভিষিক্ত চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ। শিক্ষকদের আস্থায়, দক্ষতায় ও বন্ধনের আলোকযাত্রায় মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে-এই মনোভাবে অটল থাকতে হবে। অভিভাবকদের একটু সচেতনতা এবং শিক্ষার্থীদের আন্তরিকতা থাকলে মেডিকেল শিক্ষা অর্জন সহজতর হয় বলে বক্তারা মতামত ব্যক্ত করেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাকদের সমন্বয় ও আন্তরিকতায় মেডিকেল শিক্ষার ক্যারিয়ার উন্নত হয় বলে সভায় আলোচনা করা হয়।অত্র মেডিকেল কলেজ এর বায়েকিমিস্ট্র বিভাগের প্রভাষক ডা. জেরিন তাসনিম এবং এনাটমি

বিভাগের প্রভাষক ডা. মোঃ সাদ উল্লাহ চৌধুরীর প্রানবন্ধ উপস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ প্রতিষ্ঠানের প্রি-ক্লিনিক্যাল, প্যারা-ক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল বিভাগ সমূহের অধ্যাপকসহ বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন (টিসিজেএ), চট্টগ্রামের সভাপতি এবং চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সিনিয়র ভিডিও জার্নালিস্টস শফিক আহমেদ সাজীবের মেয়ে সান্জা তাবাসসুম সুহানার চিকিৎসার খোঁজ খবর নিতে হাসপাতালে ছুটে গেলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন।
এসময় হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মোর্শেদ হোসেন, মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার অসিম বড়ুয়া সহ হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮